ইডেন মহিলা কলেজ

সিটবাণিজ্য নিয়ে দলীয় কর্মীকে দুই দফা পেটালো ছাত্রলীগ

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি | ঢাকা , মঙ্গলবার, ১২ নভেম্বর ২০১৯

সরকারি ইডেন মহিলা কলেজে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সিটবাণিজ্য ও বহিরাগত রাখার বিরুদ্ধে কথা বলায় গতকাল ইডেন ছাত্রলীগের কয়েকজন যুগ্ম আহ্বায়ক মিলে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে দুই দফা মারধর করেছেন। মারধরের সময় তারা বলেছেন, ‘হিন্দু ধর্মের কোন মেয়ে ইডেন কলেজে ছাত্রলীগ করতে পারবে না’। এ ঘটনা তদন্তে ছাত্রলীগ ‘সদস্যদের নাম প্রকাশ না করে’ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ছাত্রী দোষিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। এর আগে শনিবার সিটবাণিজ্য ও বহিরাগত থাকা নিয়ে ছাত্রলীগ নেত্রীদের দু’পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছিল। তবে, ইডেন কলেজ প্রশাসন দুটি ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এসব ঘটনায় ইডেনের শান্ত ক্যাম্পাস আবার অশান্ত হতে শুরু করেছে।

রাজিয়া ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা ছাত্রীনিবাসের আবাসিক ছাত্রীরা জানান, গতকাল সাড়ে ৭টার দিকে ভুক্তভোগী সুস্মিতা বাড়ৈকে তার বান্ধবী রুপা দত্ত কল দিয়ে জানায়, তার কক্ষে (রাজিয়া হলের ২০৫ নম্বর) বাইরে থেকে তালা দেয়া হয়েছে। এরপর সুস্মিতা

সেখানে যাওয়ার সময় পথ আগলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরে তাকে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর পরপরই শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আঞ্জুজমান আরা অনুকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। মারধরের শিকার সুস্মিতা বাড়ৈ ইডেন কলেজের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলায়।

এসব ছাত্রী জানান, ২০ জুন সুস্মিতার টিউমারের অপারেশন হয়েছে। তা জেনেও কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ইতি আক্তার সে স্থানেই (পেটে) লাথি মারে। এরপর জান্নাতারা জান্নাতের নেতৃত্বে যুগ্ম আহ্বায়ক বিপাশা রনি, ইসরাত জাহান ইতি, তামান্না জেসমিন রিভা, পাপিয়া আক্তার প্রিয়া, পাপিয়া রায়, বীথি আক্তার ও জারিন তাসনিম পূর্ণিসহ আরও অনেকে ‘হিন্দু ধর্মের কোন মেয়ে ইডেন কলেজে ছাত্রলীগ করতে পারবে না’ বলতে বলতে তাকে মারধর করেন। এরপর সুস্মিতার সব জিনিসপত্র রেখে তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। ভুক্তভোগী জানান, জিনিসপত্রের মধ্যে স্বর্ণের একটি চেইন ছিল, যা তিনি পাননি।

সুস্মিতা বাড়ৈ জানান, মারধরের পরে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য ক্যাম্পাসে আসলে তিনিও ক্যাম্পাসে আসেন। কিন্তু তারা চলে যাওয়ার পর তাকে ফের মারধর করে বের করে দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমি ব্যাংক ড্রাফট করে ভর্তি হওয়া ইডেন

কলেজের একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। আমি কোন অন্যায় করলে বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আমাকে মেরে বের করে দেয়ার অধিকার তারা রাখে না।

বঙ্গমাতা হলের শিক্ষার্থীরা জানান, হলে সিটবাণিজ্যের পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করে শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়করা। বেশ কয়েক দিন ধরে কলেজে ছাত্রলীগের সদস্যরা চেষ্টা করছেন হলের পলিটিক্যাল কক্ষ তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে। অন্যদিকে যুগ্ম আহ্বায়করা চেষ্টা করছেন তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। তারা জানান, প্রথম বর্ষে যারা ভর্তি হবেন, সেই শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে হলে তুলে সিটবাণিজ্য কেন্দ্র করে এসব সংঘর্ষ হচ্ছে। এর আগে গত শনিবার সিটসংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে সাবিকুন্নাহার তামান্না নামে এক ছাত্রলীগ সদস্যকে বটি দিয়ে কোপান শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবা নাসরিন রুপার পৃষ্ঠপোষকতায় হলে থাকা বহিরাগত এক ছাত্রী।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত ইডেন কলেজ শাখার কয়েকজন যুগ্ম আহ্বায়ককে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা ফোন রিসিভ করেননি। তবে অভিযুক্ত দুই যুগ্ম আহ্বায়ক জান্নাতারা জান্নাত ও তামান্না জেসমিন রিভা মারধরের কথা অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে জান্নাতারা জান্নাত সংবাদকে বলেন, মাহবুবা নাসরিন রুপার অনুসারীরা তার সঙ্গে ঝামেলা করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পৃক্ততা নেই।

এই বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়ের মুঠোফোনে বারবার কল দেয়া হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য সংবাদকে বলেন, ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি না থাকায় কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীদের দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি। তবে কমিটির সদস্য কতজন তা নিশ্চিত না করে লেখক বলেন, কমিটির সদস্য ৬-৭ জন হতে পারে। অন্য ধর্মাবলম্বী কোন শিক্ষার্থী ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে পারবে না, এই মর্মে অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো সব গুজব। এসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই।

এই বিষয়ে জানতে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুন্নাহারের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দেয়া হলেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এর আগে গত শনিবার বহিরাগত এক ছাত্রীর বটির কোপে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনায় কল দেয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। দুই ঘটনায় বিশের অধিক কল দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।